প্রফুল্ল বাবু স্মরণে

সঞ্জয় ঘোষ

শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে...

প্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এখনো পর্যন্ত আমাদের মহেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, ওনার কাছে পৌঁছোবার তালিকায়।

তাই সর্বপ্রথমে ওনার পূণ্য জীবনের উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১৯১১ সালে উনি পরিচয় ও দর্শনলাভ করেন পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের।

এসেছিলেন কলকাতায় অধুনা বাংলাদেশের এক অতি বড়ধিষ্ণু পরিবার থেকে পড়াশোনার প্রয়োজনে।
কলকাতায় আগে থেকেই থাকতেন ওনার কয়েকজন জ্যাঠতুতো বা খুড়তোতো ভাইয়েরা।

তাই আশ্রয়লাভের চিন্তা অন্তত সেই পর্যায়ে ছিল না।

এই ঠিকানা ছিল একটি মেশবাড়ি।

যাইহোক এইভাবেই জীবনের জয়যাত্রা(!)ওনার শুরু হল।

থাকেন ভাইদের সঙ্গে আর এর সঙ্গে চলে মনে সতত শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা, স্বামীজী প্রমূখের চিন্তা।

ক্রমে ক্রমে বেলুড়ের তৎকালীন নিরিবিলি মঠে যাতায়াত শুরু।

খবর পান স্বভাবতই এক মানুষ আছেন ওনার মেশের কাছাকাছিই,যিনি অনেক পুরোনো খবর জানেন আর সম্পর্কে স্বামীজীর ভাই।

উনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন অন্তরে আর খবরদাতা কে জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে ওনার সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে।

শুনলেন উনি সকালের দিকে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট এর একটি দোকানে এসে বসেন আর ঐ সময় সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব।

প্রফুল্লবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, ওনাকে চিনবো কি করে?
উত্তর পাওয়া যায়-ও দেখলেই চিনতে পারবেন।

তর সয়না, পরেরদিনই যথাসময়ে হাজির, ওনার মাথাতেই আগে আসেনি, উত্তেজনার তাড়নায় যে, দোকানেই তো জানতে পারা যেত ওনাকে চিনতে পারা সম্মন্ধে।

যাইহোক,দোকানদার বললেন এই সময়েই আসেন...
উনি উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন, হঠাৎ দেখেন যে এক অদ্ভুত দর্শন ব্যাক্তি এদিকেই আসছেন।

এ যে একেবারে নির্ভুল খবর দাতার কথা।

ওনাকে চেনার কোন দরকার একেবারেই পড়ে না।
কাছাকাছি আসতেই প্রফুল্লবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই স্বামীজীর ভাই তো?
উনি বললেন হ্যাঁ, তা তুমি?
এরপর প্রফুল্ল বাবু ওনার পরিচয় প্রদান করলেন।
সম্ভবত না করলেও চলত, কারণ অন্তর্যামী পুরুষের অজানা কি থাকে..
শুরু হয়ে গেল এক যুগ -কাহিনী ঈশ্বরের ইচ্ছায়, যা নিত্য ধারায় আজও হচ্ছে সমানভাবে প্রবাহিত।

মহেন্দ্রনাথের বয়স তখন আনুমানিক ৪২ বৎসর...

[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে..
পর্ব #২

ধীরে ধীরে মধুর ও এক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে ওনাদের দুজনের মধ্যে।

কিছুকাল পড়ে এসে একে একে উপস্থিত হতে থাকেন তাঁরা-যাঁরা মহেন্দ্র প্রভা কে বিশ্বময় বিকীরিত করার ঈশ্বর নিদৃষ্ট কর্মটির সূচনার প্রথম স্তম্ভ স্বরূপ হয়ে মহাকালের আঙিনায় প্রথিত করবেন।

এনাদের ভেতর ব্রহ্মচারী প্রাণেশ কুমার ছিলেন অন্যতম।

মঠেও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন মাননীয় প্রফুল্লবাবু।আলাপ থেকে মহাপুরুষদিগের অন্তরে ঠাঁই মেলে তাঁর.. কে নেই এর ভেতর!
রাজা মহারাজ থেকে মহাপুরুষ মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্যরা।

এখানেই শেষ নয়, পরম পূজনীয়া শ্রী শ্রী মায়ের দর্শনলাভও ঘটে যায়।

ছোট হবার এই এক বিরাট সুবিধা... চেটে পুটে আশীর্বাদ আর ভালোবাসা খাওয়া যায়।

জীবন তো আর সরলরেখায় চলে না-অতএব প্রফুল্লবাবুরও চললো না।

একদিন যে মেশ বাড়িতে থাকতেন অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখেন .. ওনাদের ঘরের সামনের বারান্দায় একটা শতরঞ্চিতে মোড়া(যেটি উনি দেখেই চিনলেন) গাঁট পড়ে রয়েছে আর দরজাটিতে তালা লাগানো।

উনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার বুঝে নিলেন-ওখানে আর ওনার থাকার স্থান নেই।
জেদি প্রফুল্লবাবু হলেও,অসহায় অবস্থায় কি করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না,সম্ভবত কোনভাবে সেই রাত পথেই কাটলো,রমতা সাধুর মতন।
এসব পরীক্ষা তো ঐ উচ্চ মাত্রার আধারদের ওপর তো করাই হবেকারণ ইতিহাস তাই বলে।

পরেরদিন-নিত্য কর্মে ও চৌম্বক আকর্ষণে যথারীতি সেই দোকানে এসে একটু আগে থেকেই হাজির।

একটু পরেই আগমন মহেন্দ্রনাথের... কীরে ওরকম বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন রে, কি হয়েছে।

চুপ করে থাকেন অনুজসম ব্যাক্তি।

বারবার জিজ্ঞাসিত হয়ে,সমগ্র ঘটনা ব্যাক্ত করেন।

উনি শুনে বলেন,তাতে কি হল?, যা গিয়ে নিয়ে আয়।

তার মানে?

হ্যাঁ রে, দেরি করিস নে, যা গিয়ে নিয়ে আয়।

চোখের জল চেপে,অসহায় ব্যাক্তিটি, তাঁর সেই শতরঞ্চিতে বাঁধা সম্বল নিয়ে এসে হাজির করলেন।

উনি বললেন, চল চল বাড়ি যাই।

এরপর একই বিছানায় ওনারা দুজনেই শয়ন করতেন, আর ভিতর-বাড়ি থেকে যে আহার আসতো... ওনারা দুজনে পরমানন্দে তা গ্রহণ করতেন।

এই অমৃতময় কথা শোনার সৌভাগ্যই বা কজনের হয়.. আমাদের এই গ্রুপের সদস্যদের অন্তত হচ্ছে -নিশ্চিত একদিন আসবে যেদিন চোখের জলে ভেসে বিশ্বময় মানুষ এই মহান চরিত্র দের প্রতি নত মস্তকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হবে।

উল্লেখ্য :
পূজনীয় প্রফুল্লবাবু, অর্থাৎ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় -আমাদের এই গ্রুপের অতি সম্মানিও সদস্য ও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র স্নেহধন্য -শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত মহাশয়।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে..
পর্ব #২

ধীরে ধীরে মধুর ও এক গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে ওনাদের দুজনের মধ্যে।

কিছুকাল পড়ে এসে একে একে উপস্থিত হতে থাকেন তাঁরা-যাঁরা মহেন্দ্র প্রভা কে বিশ্বময় বিকীরিত করার ঈশ্বর নিদৃষ্ট কর্মটির সূচনার প্রথম স্তম্ভ স্বরূপ হয়ে মহাকালের আঙিনায় প্রথিত করবেন।

এনাদের ভেতর ব্রহ্মচারী প্রাণেশ কুমার ছিলেন অন্যতম।

মঠেও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন মাননীয় প্রফুল্লবাবু।আলাপ থেকে মহাপুরুষদিগের অন্তরে ঠাঁই মেলে তাঁর.. কে নেই এর ভেতর!
রাজা মহারাজ থেকে মহাপুরুষ মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্যরা।

এখানেই শেষ নয়, পরম পূজনীয়া শ্রী শ্রী মায়ের দর্শনলাভও ঘটে যায়।

ছোট হবার এই এক বিরাট সুবিধা... চেটে পুটে আশীর্বাদ আর ভালোবাসা খাওয়া যায়।

জীবন তো আর সরলরেখায় চলে না-অতএব প্রফুল্লবাবুরও চললো না।

একদিন যে মেশ বাড়িতে থাকতেন অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখেন .. ওনাদের ঘরের সামনের বারান্দায় একটা শতরঞ্চিতে মোড়া(যেটি উনি দেখেই চিনলেন) গাঁট পড়ে রয়েছে আর দরজাটিতে তালা লাগানো।

উনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার বুঝে নিলেন-ওখানে আর ওনার থাকার স্থান নেই।
জেদি প্রফুল্লবাবু হলেও,অসহায় অবস্থায় কি করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না,সম্ভবত কোনভাবে সেই রাত পথেই কাটলো,রমতা সাধুর মতন।
এসব পরীক্ষা তো ঐ উচ্চ মাত্রার আধারদের ওপর তো করাই হবেকারণ ইতিহাস তাই বলে।

পরেরদিন-নিত্য কর্মে ও চৌম্বক আকর্ষণে যথারীতি সেই দোকানে এসে একটু আগে থেকেই হাজির।

একটু পরেই আগমন মহেন্দ্রনাথের... কীরে ওরকম বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন রে, কি হয়েছে।

চুপ করে থাকেন অনুজসম ব্যাক্তি।

বারবার জিজ্ঞাসিত হয়ে,সমগ্র ঘটনা ব্যাক্ত করেন।

উনি শুনে বলেন,তাতে কি হল?, যা গিয়ে নিয়ে আয়।

তার মানে?

হ্যাঁ রে, দেরি করিস নে, যা গিয়ে নিয়ে আয়।

চোখের জল চেপে,অসহায় ব্যাক্তিটি, তাঁর সেই শতরঞ্চিতে বাঁধা সম্বল নিয়ে এসে হাজির করলেন।

উনি বললেন, চল চল বাড়ি যাই।

এরপর একই বিছানায় ওনারা দুজনেই শয়ন করতেন, আর ভিতর-বাড়ি থেকে যে আহার আসতো... ওনারা দুজনে পরমানন্দে তা গ্রহণ করতেন।

এই অমৃতময় কথা শোনার সৌভাগ্যই বা কজনের হয়.. আমাদের এই গ্রুপের সদস্যদের অন্তত হচ্ছে -নিশ্চিত একদিন আসবে যেদিন চোখের জলে ভেসে বিশ্বময় মানুষ এই মহান চরিত্র দের প্রতি নত মস্তকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হবে।

উল্লেখ্য :
পূজনীয় প্রফুল্লবাবু, অর্থাৎ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় -আমাদের এই গ্রুপের অতি সম্মানিও সদস্য ও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র স্নেহধন্য -শ্রদ্ধেয় নির্মলানন্দ সেনগুপ্ত মহাশয়ের পিতৃদেব।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: কারণ, তুমি মহেন্দ্রচিন্তা ও দর্শনের উত্তরসূরি। ব্যক্তিগত জীবন কাহিনি না, তোমার মাধ্যমে মহেন্দ্রদর্শনের প্রচার প্রসার হচ্ছে। তাই এ তাবৎ অপ্রকাশিত একেবারে আদি যুগের মহেন্দ্রপার্ষদের বর্ণিত মহেন্দ্রকথা, মহেন্দ্রকাহিনি তোমার টিকা বা ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হোক, এটাই কর্তার ইচ্ছা। "সময়" সকল ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ factor . প্রকৃত সময় আগত।

তুমি যেমন নিজের ব্যক্তিগত জীবন এতদিন গোপনে রেখেছ। কাউকে (অন্তত আমাকে) জানতে দাও নি। আমিও তেমনই আমার পারিবারিক উত্তরাধিকার
কাউকে জানাই নি (রবিনবাবু, আর পরবর্তীতে পরিচয় করার সময়ে পূজনীয় মহারাজ ও সাদ্ধীদের ছাড়া)। গোপনে রেখেছি। এতে খুব বাহাদুরি আছে বলে মনে করি না।

দেশত্যাগের পর আকৈশোর দারিদ্রকে প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের পরিবারিক এবং আশেপাশের সামাজিক জীবনে। কোন ইচ্ছা পূরণে অসমর্থ হলে দুঃখ পেয়েছি কিন্তু এতে আমি কখনো ক্ষুব্ধ হই নি। তাৎক্ষণিক আবেগের বশে কিছু অনাকাঙ্খিত কর্ম হয়তো করেছি, (আমার ধারণা যাঁরা ভবিষ্যতে মহাপুরুষ হবে তাঁরা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু , কোন না কোন, ভুল ভ্রান্তি হয়, হতেই পারে) আমি কিন্তু বরাবর নিজের অন্তর্লীন সততাকে রক্ষা করেছি। বাম রাজনীতি করেছি। পার্টি করলেও আশৈশব ঠাকুর মা স্বামীজী ও মহেন্দ্রনাথকে পূজা করা এই লোকটি অন্তরে সযত্নে সংগোপনে তাঁদের আশ্রয় ত্যাগ করেনি। পার্টির নেতাদের নির্দেশে বিরোধী মান্য লোকেদেরও গালমন্দ করতে হয়েছে। নেতারা কোন গুরুতর মিথ্যাচার না করাতে পারলেও, ছোটখাটো এটা সেটা হয়ে গেছে। কিন্তু আমার অন্তর এতে সায় দেয় নি।

ক্রমশ দুর্নীতি বোধগম্য হওয়াতে আমি হাঁপিয়ে উঠি। তারপর একদিন আমার মায়ের একটা নির্দেশে আচমকা বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত মহেন্দ্রনাথ আমার স্মৃতি ও বোধে ফিরে আসেন। বা বিদেহী তিনিই মায়ের মাধ্যমে আমার জন্য তাঁরই স্থির করা পথে আমাকে সংস্থাপিত করেন।
শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত তোমার ঠাকুমা অথবা বাবা যেমন বিদেহ অবস্থাতেও তাঁদের পুণ্য মহিমাময় পবিত্রতার মাধ্যমে তোমার জীবন পথ আলোকসঞ্চারী করে চলেছেন তেমনি শ্রীশ্রীমা, রাজা মহারাজ, বাবুড়াম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ ইত্যাদি শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের এবং মহেন্দ্রনাথ আশ্রিত বিদেহী আমার বাবা সাক্ষাৎ উপস্থিত আমার মায়ের মাধ্যমে আমাকে সঞ্জীবিত করেছেন। আবার তার বাবা মা ও বহু মহাপুরুষের স্নেহ ও আশীর্বাদ ধন্য আমার স্ত্রীও আমার সহায় হয়েছেন।

আমাদের পারিবারিক এবং গ্রামীণ জীবন ধারার বর্ণনা অনুধাবন করলে আমার বাবা ও মাকে খানিকটা এবং বাবাকে অন্ডালের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটাই বুঝতে পারবে। মহেন্দ্রনাথ ও মহারাজদের শিক্ষা কি ভাবে বাবাকে তৈরি করেছে। তার পর যখন বাবার স্মৃতিকথা পড়বে তখন তোমার অনুভব ও অনুভুতি মহেন্দ্রদর্শণের প্রেক্ষিতে তাঁর স্মৃতিকথার টিকাকরণের সহায়ক হবে। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাকে মনে রাখতে হবে। বাবার স্মৃতিকথা রচিত হয়েছিল ১৯৫৭/৫৮ সালে। তার আগে তিন চারটি রচিত হয়েছিল। বাকি সমস্ত লেখকদের স্মৃতিগ্রন্থ রচিত(প্রকাশিত) হয়েছিল তার অনেক পরে। এ কথাটা তোমাকে মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দিতে হবে তোমার পোষ্টে। এটা কিন্তু তোমার গুরুদায়িত্ব।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: আমি শুধু বাবার কথা লিখছি। কিন্তু আমার মা আমার কাছে "মাতা হি পরমং তপ"। শাস্ত্র যদি যুগে যুগে এভাবে আমাদের শেখাতো - পিতা সর্গ, মাতা ধর্ম পিতা মাতা হী পরমম তপ - তবে অর্ধ সত্যটা পূর্ণ সত্যে পরিণত হত। মা, সর্বগুনান্বিতা ধাত্রী , জননী , জন্মদাত্রী। ধরিত্রীর মত সর্বংসহা , বিশ্ববিধাত্রীর মত সকল সন্তানের মঙ্গল কামনায় আমৃত্যু যিনি তপস্যারত থাকেন। যাঁর কাছে আপন পরের ভেদ নেই। ভাই রে, মনে করে দেখ কতবার এই কানেই শুনেছি সেই অমৃত বাক্য - "অগো অমন কইরা কইতে নাই।" অথবা পিঠে স্নিগ্ধ স্পর্শ রেখে "বাবা, অন্যরে কষ্ট দিতে নাই।" কত সহস্র বছরের তপস্যার পর জীব

মাতৃগর্ভে মনুষ্য জন্ম লাভ করে ! ব্রহ্মান্ডের কোন ইশারায় মানুষের নিজের ঘরের বাবার ঘরণী বিশ্বমাতৃত্বের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে সন্তাপহারিনী জগন্মাতার মত অভয়দায়িনী হয়ে ওঠেন !

তাই আমার মায়ের কথাও ভুলো না। এখন দরকার নেই , আমার পারিবারিক এপিসোড গুলো আগে পাঠিয়ে নিই। এদের মধ্যেই তুমি আমার মায়ের পরিচয়ও পাবে। বাবার কথা শেষ হলে মহেন্দ্রনাথ ও মা , এই পর্যায়ে এক দুটি সিরিজ আমার মায়ের কথাও একটু করে লিখো।
সেটা পরে। এখন প্রয়োজনীয় নোট করে রেখে দেবে।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে...
পর্ব #৩

এক অতি সমভ্রান্ত পরিবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র উনি।যে পরিবারের আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশে।

তাঁর কপাল লিখন অন্যরকম থাকায়, তাঁকে বহু দুর্যোগ কাটিয়ে অমরত্বের আসনে বসতে হয়েছে।

পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও বিশেষ করে পূজনীয় মহেন্দ্র নাথ তাঁকে ঘষেমেঝে তৈরী করে নিয়েছিলেন... শ্রী শ্রী ঠাকুর ও মায়ের কার্য সম্পাদন করার জন্য।

পরবর্তী পর্যায়ে নানান ঘটনা সমন্নিত ৫ খন্ডের দীর্ঘ এক স্মৃতিকথা পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ কে কেন্দ্র করে রচনা করেন, যার ভেতর শ্রী শ্রী ঠাকুরের বহু অন্তরঙ্গের কথাও স্থান পায়।
এই রচনকাল ছিল ১৯৫৭/৮।
এর পরিমার্জিত কপি দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটির কাছে অর্পণ করা হয় এবং এই প্রাচীন ঘটনা সমন্নিত পাণ্ডুলিপি কমিটিতে পাঠ করা হতো।

সেইকালে কেবলমাত্র ২/৩ খানি মহেন্দ্র-ভাব জীবনী প্রকাশের আলো দেখেছিলো।

পরে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার জন্য মাননীয় চিত্তবাবুকে দেওয়া হয় আর ওনার দেহত্যাগ হওয়াতে এই পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে দীর্ঘদিন বিশেষ খোঁজ খবর নেওয়া হয় নি এবং আজও অবধি,অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে,ঐ অতি মূল্যবান মহেন্দ্র দলিলটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

মাননীয় নির্মলানন্দ বাবু, ওনার সুযোগ্য পুত্র স্মৃতিকথা নাম দিয়ে একটি পারিবারিক তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন, যার ভেতর পূজনীয় প্রফুল্ল বাবুর কিছু বক্তব্য, যা ওনার কাছে বিচ্ছিন্নভাবে ছিল-তা অন্তর্গত করা হয়েছে।

সম্ভবত উনি ঐ স্মৃতিকথা,এই গ্রুপ এ পোস্ট করবেন।

আমি কেবলমাত্র একটি ছোট ভূমিকাই বলতে পারেন, এই পর্বগুলিতে এনে উপস্থিত করছি।

একদিন ঐ দোকানে প্রথম পরিচয়ের পর... মহেন্দ্রনাথ উনি এলে বললেন, প্রফুল্ল চা খাওয়াতে পারিস?
উত্তর হল.. আপনারও যা অবস্থা, আমারও ঠিক তাই অবস্থা-পয়সা কোথায়?

দেখ না,৪ আনা ঠিক পেয়ে যাবি।

না, না, কিছুই আমার কাছে নেই।
ঠিক করে দেখ না পকেটে-পেয়ে যাবি।

আমি কাচাজামা পরে আসছি, কোথা থেকে পয়সা আসবে।

আরে, একবার দ্যাখই না...

অগত্যা পকেটের ভেতর নিজে পকেটমার হয়ে হাত ঢোকাতেই... ৪ আনা!

দুজনের সেদিন চা ও সঙ্গে ঝুড়িভাজা হয়ত খাওয়া হল।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে...
পর্ব#৪

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে ওনার দীর্ঘ ৪৫ বছরের সম্পর্কর কোনো স্থায়ী ফল কি আমরা দর্শন করি?

এই নিয়ে ভাবলে,সমজাতীয় দুটি তথ্য প্রাপ্ত হই:
১)ফল দুই ধরণের হয়, একটি প্রত্যক্ষ ও অন্যটি পরোক্ষ।
২)একটিকে দৃশ্ব ফল এবং অপরটিকে অদৃশ্ব ফল বলা যায়।

মহেন্দ্রনাথ খুব বুঝেই ওনাকে নিবিড় করে নিয়েছিলেন ও আশ্রয়দান করেছিলেন।

শ্রদ্ধেশীল প্রফুল্লবাবু তাই একসময় বলেন, আমাকে উনি কিছুতেই আর সাবালক হতে দিলেন না।

পাঠক বুঝুন,কি সেই স্বার্থেলেশহীন ভালোবাসা... যা ঐ ভাবে এক মহাআধার থেকে বহু বহু আধারে বিস্তৃতহতে থাকে... আধারগুলিকে প্রেম ও ভাসলোবাসায় পূর্ণ করতে করতে।

অতএব প্রথমযুগের প্রফুল্ল-আধার যে এর ব্যাতিক্রম হবে না,এতো বলাই বাহুল্য।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ওনার আরও বহু মহাপুরুষের আশীর্বাদলাভ ও মাতৃ দর্শন।

এরপরেও কি বুঝতে বাকি লাগে যে, ঐ আধার থেকে কি নির্গত হতে থাকে?

অনাবিল আনন্দ, প্রেম আর সঠিক পথ নির্দেশ প্রদান প্রত্যেককে..

এটাই তিনি তাঁর স্বল্পাইতো পূণ্য জীবনে গেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে।

তিনি বহু দুঃখ কষ্ট কে সাদরে সয়ে, বহু জনের দুঃখ দারিদ্র দূর করার উপায় দর্শীয়েছেন।

তিনি ছিলেন বিভিন্ন স্থানে জননেতা মর্যাদার এক ব্যাক্তি আর যে ব্যাক্তির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে অগণিত মানুষ।

এ পূণ্য আকর্ষণ ছিল আসলে স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের... প্রফুল্ল-আধার বাহিত হয়ে।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে...
পর্ব #৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছি যে ওনার সঙ্গে মঠের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, শুধু তাই নয় মাঝেমাঝেই উনি মঠে বেশ কিছুদিন করে গিয়ে বসবাস করতেন।

ওনার মঠের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে লেখার ইচ্ছা ছিল,কিন্তূ পরে উনি সেই চেষ্টা থেকে বিরত
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে...
পর্ব #৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছি যে ওনার সঙ্গে মঠের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, শুধু তাই নয় মাঝেমাঝেই উনি মঠে বেশ কিছুদিন করে গিয়ে বসবাস করতেন।

ওনার মঠের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে লেখার ইচ্ছা ছিল,কিন্তূ পরে উনি সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন এবং মহেন্দ্রনাথের ওপর ওনার লেখা স্মৃতি কথায় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন।
এরকমই দু একটা ঘটনার কথা আজ শোনাচ্ছি।

মঠের অতিথিদের ততকালে থাকার একটা ঘর ছিল।

ওনার থাকার ব্যবস্থা একসময় সেখানেই হল, কিন্তূ প্রথমদিন থেকেই ওনার রাতের ঘুম-মশাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওযায়, প্রায় সারারাত জাগরণেই কাটছিলো।

একদিন স্বামী প্রেমানন্দ ওনাকে জিজ্ঞাসা করলেন... কিরে রাত্রে ঘুমোস তো?
উনি চুপ করে রয়েছেন দেখে আবার বলেন, ওখানে শুতে কি তোর কোনো অসুবিধা হয়?
বারবার জিজ্ঞাসিত হয়ে-শেষে উনি উত্তর দেন... বড্ড মশার উৎপাত।

সঙ্গে সঙ্গে পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজ ওনাকে বলেন.. আয় দেখি আমার সঙ্গে।
এই বলে অন্য একটি ঘরে ওনাকে নিয়ে উপস্থিত করেন আর বলেন, এবার থেকে এখানেই শুবি বুঝলি।

উনি বলেন,সে কি করে হয়-এতো ব্রহ্মচারীর বিছানা,আমি সংসারী এখানে কি করে শুতে পারি?
মহারাজ বলেন, ওতে কোনো অসুবিধা হবে না।
সেই থেকে পূজনীয় ব্রহ্মচারী এবং উনি একই বিছানায় শয়ন করতেন।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে..
পর্ব#৬

শুনেছি পূজনীয় প্রফুল্লবাবু রচিত পাণ্ডুলিপি একসময় মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটিতে পাঠ করা হত আর শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে সদস্য এবং অন্যান্যরা তা শুনতেন।
মনে হয় শুধু তাঁরা শুনতেনই না,পরন্তু প্রকাশ ঘটাতেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এবং এক সুমহান উন্নতির লক্ষ্যে বহুজনকে চলার পথও নিশ্চয়ই দর্শন করাতেন।

আজ মহা-মায়া-মাদ্ধাকর্ষণ এক বলের টানে আমাদের ভুপতিত অবস্থা।
যত উচ্চই হোক না কেন কোনো অট্টালিকার উচ্চতা.. তা কি হৃদয় কে পরমশুন্যের সঙ্গে মেলাতে সক্ষম?

কোনোভাবেই নয়, কারণ বন্ধন যুক্ত অবস্থায় কেউই তা লাভ করতে পারেন না।

একজন প্রকৃত নিষ্ঠাপরায়ণ গৃহীব্যাক্তি তাঁর স্বাদ্ধি স্ত্রী এবং অকৃতদার হলে যে কোনো মাতৃশক্তি সম্বল করেই কেবলমাত্র এই দুর্লঙ্ঘ বাধা অতিক্রমে সক্ষম হন।
তাই জগতে মা.. এই শব্দের এতো মহিমা।

যতদূর জানি মাননীয় প্রফুল্লবাবুও এর ব্যাতিক্রম শুধু ছিলেনই না,তাঁর স্ত্রীর স্বহস্তের বিভিন্ন পদ-পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ অতি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতেন, যা এসে পৌঁছোত ওনার কাছে বহুদূরের পথ পেরিয়ে।

মেয়েদের ফেলে কেউ উঠতে পারবে না... মহেন্দ্রনাথের এই উক্তির ভুরি ভুরি প্রমাণ, ওনার অনুরাগীদের ভেতর লক্ষ্য করি।

একবার কথা প্রসঙ্গে পরমপূজ্য ব্রহ্মানন্দজী বলেছিলেন.. আমাদের উদ্দেশ্য শুধুই কয়েকজন সন্ন্যাসী তৈরী করা নয়, যথার্থ গৃহী তৈরী করাও আমাদের লক্ষ্য।

সেই রাজা মহারাজ ও মহেন্দ্রনাথের স্নেহ ও কৃপাধন্য প্রফুল্লবাবু ঐ মর্যাদা জীবনজুড়ে রক্ষা করেছেন এবং বহুভাবে ওনারা সামাজিক ক্ষেত্রে তার অবদানের স্বাক্ষরও রেখে আমাদের অশেষ উন্নতিবিধানের সহায়ক ও সহায়িকা হয়ে হৃদয়ে অবস্থান করছেন।
ওনাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: ব্যাপারটা কি হয়?

সেজে অভিনয় করা যায় বটে, কিন্তূ মন তো ওতে আর লিপ্ত হতে চায় না।

কখনকার কথা বলছি এটা?
সত্য বলে যা আছে, তা উপলব্ধির পরে।

তার আগে মন ছিল, সত্যি কথা বলতে কি, অন্য এক জগতে, যেখানে গ্ল্যামার, বড় বড় তথাকথিত ব্যাপারেরই প্রাধান্য ছিল-আর ওতেই ছিল আনন্দ।

এখন কিন্তু ওটা করি অভিনয়ের ছলে শুধুমাত্র।

মন কিন্তু চায় অন্য জিনিস-শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমৃতময় ভাব। যার ভেতর থাকে পরম শান্তি।

ভালো লাগে মহেন্দ্রনাথ কে।
আর কাজ করার প্রেরণা পাওয়া যায়-স্বামীজীর কাছ থেকে।

আর মা?
ভয় পেলেই মা কে ধরা।

ব্যাস, এই নিয়েই চলছে।

কিন্তু যতদিন এইখানে রয়েছি, ততদিন তো নির্বিঘ্নে কাটাতে হবে।

উপায়?

মায়ের কথায়... অবশ্যই তাই, একটা কাজ নিয়ে থাকতে হবে।

এই কাজটা এখন দেখছি ভালো হওয়া দরকার আর এতে যেন মানুষের উপকার হয়।

কিছু আধুনিক কাজ যেমন বহুলোকের দরকার, তাই এটাও পেশার মতন যেমন করতে হবে, তেমনি করতে হবে ঈশ্বরের সোজাসুজি ভাবধারার কাজ।

এছাড়া আর উপায় তো সেই আর দেখছি না।

যদি দিন আসে তাহলে ঠাকুরের ভাবের ভেতর থেকে পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের ভাব-বিস্তার যন্ত্র ইত্যাদি সহায় সাধারণের মধ্যে করতে পারলে মনে হয় বেশ আনন্দ পাবো।
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে..
পর্ব#৭

আগে ওনার স্ত্রীর দীক্ষা গ্রহণ সম্মন্ধে আপনাদের জানা আছে।
কিন্তু মহেন্দ্র প্রাচীন পার্শদ প্রফুল্লবাবুর আলোচনায় মহেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকবেন না, এটা কি হয়?

হয় না আর তাই ঐ দীক্ষাদানের বিজ্ঞান মানে মহেন্দ্রবিজ্ঞানের যদি প্রয়োগ ঘটাই, তাহলে কি বুঝতে পারি..
লিঙ্গ দেহ বা সূক্ষ শরীর.. স্থূল দেহ ছেড়ে এক দূরের স্থানে উপস্থিত হল আর কার্য সমাধা করল।

যখন এই দীক্ষাদান সংক্রান্ত ঘটনাটি আমরা পড়েছি,তখন নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে যে পরম পূজ্য শিবনন্দ মহারাজ মাননীয় প্রফুল্লবাবুকে তাঁর দেশের ঠিকানাটা অতি পরিষ্কার করে লিখতে বলেছিলেন, তাই তো..
[12:59 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রফুল্লবাবুর উদ্দেশ্যে..
পর্ব#৭

আগে ওনার স্ত্রীর দীক্ষা গ্রহণ সম্মন্ধে আপনাদের জানা আছে।
কিন্তু মহেন্দ্র প্রাচীন পার্শদ প্রফুল্লবাবুর আলোচনায় মহেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকবেন না, এটা কি হয়?

হয় না আর তাই ঐ দীক্ষাদানের বিজ্ঞান মানে মহেন্দ্রবিজ্ঞানের যদি প্রয়োগ ঘটাই, তাহলে কি বুঝতে পারি..
লিঙ্গ দেহ বা সূক্ষ শরীর.. স্থূল দেহ ছেড়ে এক দূরের স্থানে উপস্থিত হল আর কার্য সমাধা করল।

যখন এই দীক্ষাদান সংক্রান্ত ঘটনাটি আমরা পড়েছি,তখন নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে যে পরম পূজ্য শিবনন্দ মহারাজ মাননীয় প্রফুল্লবাবুকে তাঁর দেশের ঠিকানাটা অতি পরিষ্কার করে লিখতে বলেছিলেন, তাই তো..?

সমস্ত রহস্য নিহিত রয়েছে ওনার ঐ ঠিকানা স্পষ্ট করে লেখার ওপর।

কোথায় লাগে অতি জটিল, ব্যায়বহুল, বিশাল আকৃতির GPS, GPRS, Satelliete Communication, Maping ইত্যাদি।

তিনি দেহ থেকে নির্গত হয়ে সঠিক জায়গায়, সঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন এবং অতি তীব্র ও সূক্ষ স্পন্দন সহায়ে ওনাকে দীক্ষাদান করে ফিরে এলেন।

দুরাত দর্শনম শুধু নয়.. দুরাত কার্য সিদ্ধম।
ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলে আমরাও এর অংশীদার হতে পারি।